যুগান্তর

তারিখ ... 11 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা 4 ... কলাম 2 ...

গাইড থেকে প্রশ্নপত্র!

শিক্ষাকে কে রক্ষা করবে?

নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রাথমিকের বিভিন্ন শ্রেণীর নোট ও গাইড বইয়ের রমরমা ব্যবসা চলছে। ফলে এসব মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিপণনের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কী ব্যবস্থা নিয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। শিক্ষার্থীদের ওপর নিষিদ্ধ নোট ও গাইডের প্রভাব দিন দিন বেড়ে চলেছে। মুখস্থ করার প্রবণতা ও গাইড নির্ভরতার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি বিকাশের লক্ষ্যে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হলেও সৃজনশীল গাইডেও বাজার সয়লাব হয়ে গেছে। বিষয়টি উদ্বেগজনক। সম্প্রতি একটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাথমিকের ৫৫ শতাংশ শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতি বুঝতে পারেন না। ওই প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, দেশের ৪১ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারেন না। এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের অদক্ষতা কর্তৃপক্ষকে কতটা ভাবিয়েছে তা জানা যায়নি। ওই প্রতিবেদন প্রকাশের পরপর কর্তৃপক্ষ অদক্ষ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিলে হয়তো গাইড দেখে জেএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরির মতো কেলেংকারির ঘটনা ঘটত না।

বৃহস্পতিবারের যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, চলমান জেএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের বাংলার প্রশ্নপত্রে একটি প্রকাশনীর গাইড থেকে হুবহু তুলে দেয়া হয়েছে সব প্রশ্ন। এ ঘটনায় দেশবাসী যে হতবাক হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে যেখানে কর্তৃপক্ষ নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়ে থাকে, সেখানে কী করে এত বড় কলংকজনক ঘটনা ঘটে গেল, এ রহস্য উদঘাটনেও দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এ ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, তাতে আশা করা যায়, উল্লিখিত ঘটনার মূল হোতাদের দ্রুত চিহ্নিত করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষভাবে তৎপর হবে। কিন্তু তিনি কি শুধু কথার কথা হিসেবে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, নাকি সত্যি সত্যি আমরা তাদের তৎপরতা লক্ষ্য করব, এ নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। কারণ সারা দেশে নিষিদ্ধ নোট ও গাইডের রমরমা ব্যবসা অব্যাহত থাকলেও এসব অপরাধীর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় না। নোট-গাইডের প্রকাশ ও বিপণনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা বিভিন্ন এলাকায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রভাবিত করে কীভাবে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের এসব কিনতে প্রলুব্ধ করে তা বহুল আলোচিত। নোট-গাইডের প্রকাশক ও বিপণনকারীরা এতটাই প্রভাবশালী যে এদের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বললেও বাস্তবে এরা রয়ে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। এই প্রভাবশালী চক্র কাকে কতভাবে প্রভাবিত করে,' এ রহস্যের উদ্ঘাটন জরুরি। বর্তমানে দেশব্যাপী কোচিং ব্যবসা যে মহামারী আকার ধারণ করেছে, তা থেকে শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করা না গেলে শিক্ষার মানে মারাত্মক ধস নামতে বাধ্য। এই প্রতারকদের রুখবে কে?